তারিখ .... APR ....
পৃষ্ঠা ১৬ ... কলাম ৬ ......

সংবাদ

গাইড বই ও কোচিং সেন্টার বন্ধে আইন হচ্ছে

——— শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

নোট-গাইড বই ও কোচিং সেন্টার বন্ধে আইন হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'কিছু শিক্ষক ক্লাসরুমে না পড়িয়ে বাড়িতে টাকার বিনিময়ে পড়ান। কেউ কেউ কোচিং বাণিজ্যে জড়িত। এরা শিক্ষক নামের কলঙ্ক। এদের চিহ্নিত করতে হবে। অসৎ লোকদের শিক্ষকতা পেশায় বরদাশত করা হবে না।'

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে জেলা ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, প্রধান শিক্ষক ও মাস্টার ট্রেইনারদের 'কানেক্টিং ক্লাসরুমস' শীর্ষক গাইড : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

গাইড : বই

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। ব্রিটিশ কাউন্সিল এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী আরও বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী করতে এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের শাস্তি দিতে আইন আছে, তবুও বিবেকহীন শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আইন করা হচ্ছে। যেসব শিক্ষক ক্লাসে মনোযোগ না দিয়ে টাকার বিনিময়ে পড়াতে শিক্ষার্থীদের বাসায় ডাকেন, যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে মেধা ও সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে, সেসব শিক্ষকদের ধরে ধরে শাস্তি দিতেই আলাদা আইন করা হচ্ছে।' অভিভাবকদের সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'শিক্ষকদের সঙ্গে অভিভাবকরাও প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। তারা অতি উৎসাহী হয়ে সন্তানের জন্য পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্ন খুঁজে বেড়ান। অনেক অভিভাবক সন্তানকে বলেন- বাবা আর একটু কষ্ট কর, শুনেছি তোমার স্যার প্রশ্ন পেয়েছে, আমি আনতে যাচ্ছি। এমন অভিভাবক যদি দেশে থাকে তাহলে কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি হবে? একসময় ওই সন্তানই তার অভিভাবক ও শিক্ষককে ঘৃণা করে বলবে- ওরাই আমার জীবনটা নষ্ট করেছে।' শিক্ষকদের মান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম খুবই 'গুরুত্বপূর্ণ- উল্লেখ করে নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'নিজেদের মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিবেদিতপ্রাণ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে হবে। সততা, নিষ্ঠা ও দেশের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আদর্শ মানুষ তৈরি করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা করে গড়ে তুলতে হবে।'

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালক বারবারা উইকহ্যাম এবং মাউশির পরিচালক প্রফেসর শামসুল হুদা বক্তব্য রাখেন। 'কানেক্টিং ক্লাসরুমস' বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা পেশ করেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মকর্তা মাসুদা খাতুন। পরে শিক্ষামন্ত্রী এ প্রোগ্রামে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাঝে পদক বিতরণ করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.......................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর